সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সংকট ও সম্ভাব

হৃদয় পান্ডে

বাংলাদেশে প্রযুক্তিনির্ভর উন্নয়নের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন দক্ষ ও যোগ্য ইঞ্জিনিয়ার। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যেমন তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার, স্মার্ট অবকাঠামো গড়ে তোলা, জলবায়ুসহিষ্ণু নগর পরিকল্পনা কিংবা রোবটিক্স প্রযুক্তির বাস্তব প্রয়োগ দরকার, ঠিক তেমনই দরকার এসব প্রযুক্তিকে ধারণ করতে পারা একদল দক্ষ তরুণ ইঞ্জিনিয়ার। সেই লক্ষ্যেই বিভিন্ন সরকারি প্রকৌশল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়, যেখানে দেশের মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি হয়ে পড়াশোনা করে ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্ন দেখেন। অথচ আজ সেই স্বপ্ন নানা জটিলতায় মুখ থুবড়ে পড়ছে, ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষা ও প্রশাসনিক গতি, শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হচ্ছে তাদের ন্যায্য সুযোগ থেকে।

বর্তমানে দেশের সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোর শিক্ষার্থীরা যে আন্দোলনে নেমেছেন, তার পেছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের বেদনা ও ব্যর্থতার ইতিহাস। তারা চান, এসব কলেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তি থেকে মুক্ত হয়ে স্বতন্ত্র স্বীকৃতি পাক, যাতে করে তারা একটি স্বাধীন ও আধুনিক প্রযুক্তি শিক্ষাব্যবস্থার অংশ হতে পারেন। অধিভুক্তির কারণে শিক্ষার্থীরা প্রতিনিয়ত নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, অন্যদিকে কলেজগুলো তাদের নিজস্ব সক্ষমতা ব্যবহার করতে পারছে না। প্রযুক্তিগত শিক্ষা যেখানে উদ্ভাবন ও গবেষণাভিত্তিক হওয়া উচিত, সেখানে নিতান্তই আমলাতান্ত্রিকতা ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের জালে তা আটকে পড়েছে।

এই সংকট থেকে উত্তরণে শিক্ষার্থীরা যেভাবে বিআইটি (বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি) মডেলের কথা বলছেন, তা একেবারে ভিত্তিহীন নয়। ইতিহাসের দিকে তাকালেও দেখা যায়, বিআইটি থেকে রূপান্তরিত বর্তমানের রাজশাহী, খুলনা, চট্টগ্রাম এবং ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো (রুয়েট, কুয়েট, চুয়েট ও ডুয়েট) দেশের গর্ব। তারা আজ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও বাংলাদেশের নাম তুলে ধরছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও একসময় সরকারি কলেজ ছিল, পরে স্বতন্ত্র স্বীকৃতি পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে রূপান্তরিত হয়। কাজেই বর্তমান ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোও সেই রূপান্তরের ধারাবাহিকতায় যেতে পারলে প্রযুক্তিনির্ভর বাংলাদেশ গঠনের নতুন সম্ভাবনা তৈরি হবে।

যা আরও গুরুত্বপূর্ণ তা হলো– শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের ধরন ও দৃষ্টিভঙ্গি। তারা কোথাও সহিংসতা বা অরাজকতা ছড়ায়নি। তারা যুক্তি তুলে ধরেছেন, শহীদ মিনারের সামনে দাঁড়িয়ে ইতিহাসের সম্মান রেখেই তাদের অবস্থান ব্যক্ত করেছেন। 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচির মতো শান্তিপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়ে তারা দেখিয়েছেন, বাংলাদেশে শিক্ষার্থীরা আজও গণতান্ত্রিক ও দায়িত্বশীল আন্দোলনে বিশ্বাস রাখেন। তারা শুধু নিজেদের দাবির পক্ষে নয়, বরং দেশের প্রযুক্তিগত উন্নয়নের স্বার্থেই একটি স্বতন্ত্র পরিচিতি চান।

এখনই সময় সরকারের পক্ষ থেকে দায়িত্বশীল এবং দূরদর্শী একটি প্রতিক্রিয়া জানানোর। কারণ যে তরুণরা আজ রাজপথে দাঁড়িয়ে নিজেদের অধিকার নিয়ে কথা বলছেন
একটি স্বপ্ন দেখতে চান– যেখানে শি
এবং বাস্তব জীবনমুখী।
এই আন্দোলন যদি আমাদের একটি মৌ
হলো– তরুণরাই প্রকৃতপক্ষে একটি জা
চোখেই প্রতিফলিত হয় আগামীর রা
ধ্বনিত হয় উন্নয়নের অগ্রগামী সুর।
কণ্ঠস্বরকে শোনা, সম্মান জানানো।
এই সংকট কাটিয়ে ওঠার একমাত্র প
প্রশাসন এবং প্রযুক্তিসংশ্লিষ্ট প্রতিটি অ
সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে একটি বাস্তবসম্মত
হওয়া। এমন একটি স্বতন্ত্র, আধুনিক এ
গড়ে তুলতে হবে, যা একদিকে যেমন
স্থান দেবে, অন্যদিকে তেমনি রাষ্ট্রের এ
বাস্তব রূপ দেবে।
তরুণরা যে স্বপ্ন বুকে নিয়ে আজ পথ চ
পথের ধুলায় হারিয়ে না যায়, কো
অঙ্কুরেই। সেই স্বপ্নকে ঘিরেই গড়ে উ
এক সাহসী নতুন ভোর। তরুণদের এই
তাদের একার নয়, এ হোক আমাদেরও

হৃদয় পান্ডে : শিক্ষার্থী, ঢাকা কলেজ,